PRINT

সমকাল

অবশেষে ভিসির পদত্যাগ

বঙ্গবন্ধু প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১২ ঘণ্টা আগে

বিশেষ প্রতিনিধি

'ওরা পারলে আমারে নামাক, কতদিন আর আন্দোলন করবে, এক সময় ঠিকই ক্লান্ত হয়ে ফিরে যাবে।'- এমন দম্ভোক্তি আর টিকল না। শিক্ষার্থীদের টানা আন্দোলনের ১৩ দিনের মাথায় অবশেষে পদত্যাগে বাধ্য হলেন গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেমুরবিপ্রবি) উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক খোন্দকার নাসিরউদ্দিন। গতকাল সোমবার দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে আচার্য (রাষ্ট্রপতি) বরাবরে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। সন্ধ্যায় রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক সভা শেষে সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। আগের দিন রোববার

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তদন্ত প্রতিবেদনে ভিসি নাসিরউদ্দিনকে প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হলে তিনি রাতেই পুলিশ পাহারায় ক্যাম্পাস ছাড়েন। তখনই ধারণা করা হচ্ছিল তিনি পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে বলা হয়েছিল, তিনি অসুস্থ। চিকিৎসক দেখাতেই তিনি ক্যাম্পাস ছেড়েছেন।

গতকাল শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা বশেমুরবিপ্রবির ভিসির পদত্যাগপত্র পেয়েছি। এখন নিয়ম অনুযায়ী যে প্রক্রিয়া করা দরকার, তা আমরা করব। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) প্রতিবেদন আজ (গতকাল) হাতে এসেছে। আমরা সেটাও দেখব। এছাড়া তিনি যে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন, সেটাও আমরা দেখব। আর আইনগতভাবে যদি কিছু করার থাকে সেটাও করব।'

বর্তমানে একাধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যা চলছে- এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা ভিসি হন, তারা একাডেমিক্যালি ও অ্যাডমিনিস্ট্রিভলি অ্যাকটিভ থাকেন। সাধারণত যারা ডিন ছিলেন বা শিক্ষক সমিতির নেতা ছিলেন, তাদেরই সাধারণত ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। তবে আজই (গতকাল সন্ধ্যায়) ভিসিদের সঙ্গে আমাদের একটি বৈঠক আছে, সেখানে আমরা এসব সমস্যার ব্যাপারে আলোচনা করব। এছাড়া কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সমস্যা যাতে না হয় এবং সমস্যা হলে কী করে নিরসন করা যায়, সে ব্যাপারেও আমরা সবসময়ই আলাপ-আলোচনা করি। কিছুদিনের মধ্যেই সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের নিয়ে আরেকটি বৈঠক করব, সেখানেও আমরা সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করব।'

জানা যায়, গতকাল দুপুরে বশেমুরবিপ্রবির ভিসি খোন্দকার নাসিরউদ্দিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) আবদুলল্লাহ আল হাসান চৌধুরীর কাছে পদত্যাগপত্রটি জমা দেন। তবে এ সময় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা উপমন্ত্রী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মন্ত্রণালয়ে ছিলেন না। তারা রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে একটি অনুষ্ঠানে ছিলেন। অতিরিক্ত সচিব সেখানে এসে পদত্যাগপত্রটি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন।

এর আগে রোববার ইউজিসির পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি বশেমুরবিপ্রবি ভিসির ব্যাপারে প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রতিবেদনে তারা ভিসির স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম, দুর্নীতি ও নৈতিক স্খলনের অভিযোগের সত্যতা পান। তদন্ত প্রতিবেদনে ভিসি নাসিরউদ্দিনকে প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়। একইসঙ্গে তার বিরুদ্ধে ওঠা অনিয়মের ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও সুপারিশ করে কমিটি।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ভিসি নাসিরউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে পুরোপুরি ব্যর্থ। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা হয়েছে। সে ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ না নিয়ে তিনি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন; অদূরদর্শী আচরণ করেছেন। তাকে স্বপদে বহাল রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট সমাধান সম্ভব নয়।

আন্দোলনের সূত্রপাত যেভাবে :ভিসি নাসিরউদ্দিন কথায় কথায় শিক্ষার্থীদের বহিস্কার করেন। তিনি তাদের বাবা-মা তুলে, 'জানোয়ার' বলে গালাগাল দেন। এ-সংক্রান্ত একটি অডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অডিও ক্লিপে ভিসিকে বলতে শোনা যায়, 'এই জানোয়ার, তোর বাপ বিশ্ববিদ্যালয় চালায়? জানোয়ারের দল। লাথি

দিয়া বের করে দিতে ইচ্ছে করে। তোর বাপেরে চালাইতে ক। দেখি কী চালায় তোর আব্বা। তোরা জানোয়ারের দল। কোনডারে ছাড়ব না। একটার চেয়ে আরেকটা বেশি। তোরা চালা তাইলে বিশ্ববিদ্যালয়।'

গত ১১ সেপ্টেম্বর আইন বিভাগের ছাত্রী ও ক্যাম্পাস সাংবাদিক ফাতেমা-তুজ জিনিয়াকে সাময়িক বহিস্কার করা হয়। ফেসবুকে ব্যক্তিগত পেজে শেয়ার দেওয়ার একটি অভিযোগকে সামনে এনে ভিসি তার কক্ষে ডেকে নিয়ে জিনিয়াকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন। জিনিয়া ও ভিসির কথোপকথনের একটি অডিও ভাইরাল হয়। যেখানে ওই ছাত্রীকে বকাঝকা ও হুমকি-ধমকি দিতে শোনা যায় ভিসিকে। মেয়েটির বাবাকে নিয়েও তির্যক মন্তব্য করেন তিনি। এর প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে ১৮ সেপ্টেম্বর জিনিয়ার বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু ভিসির অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি, নারী কেলেঙ্কারিসহ নানা অভিযোগে গত ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষার্থীরা তার পতন আন্দোলন শুরু করেন। ২১ সেপ্টেম্বর ভিসির সমর্থক বাহিনী আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালালে আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। হঠাৎ করেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়তে বলে প্রশাসন। কিন্তু তারা হল না ছেড়ে ভিসি পতনের এক দফা দাবিতে ক্যাম্পাসে আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু করেন। এর আগে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করেন তিনজন সহকারী প্রক্টর। চলমান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তে নামে ইউজিসি। তদন্তে ইউজিসি ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম ও নৈতিক স্খলনের প্রমাণ পায়। রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেওয়া তাদের প্রতিবেদনে ভিসিকে অপসারণের সুপারিশ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় গতকাল পদত্যাগ করেন ভিসি খোন্দকার নাসিরউদ্দিন।

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, ভিসি নাসিরউদ্দিনের পদত্যাগের খবরে সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। ক্যাম্পাসে শৃঙ্খল থেকে মুক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এ যেন বাঁধভাঙা আনন্দ। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে নেচেগেয়ে রং মেখে উল্লাস করছিলেন।

বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী কামরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, ভিসির পদত্যাগের চিঠি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ক্যাম্পাসে এসে পৌঁছানোর পর তাদের আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। ভিসির পদত্যাগে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জয় হয়েছে। আমরা এখন অত্যাচার, নির্যাতন, অতিরিক্ত ফি থেকে মুক্তি পাব।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com